স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

**হ্যানিম্যান হল**

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

**হ্যানিম্যান হল,** খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

**বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক**

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 25th July 1962 { ১১শ সংখ্যা



সকল ঘরের তরে...

**দীপ্তি** লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

**রান্নায় আনন্দ**

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।

• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।




**খাস জনতা**

কেরোসিন কুকার

মজবুত কাজকর্ম ও নিপুণতা আমাদের।

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. PS.

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

## খাদ্য-শস্য উৎপাদন

—•—

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থায় যে মূলগত ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা দূর করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ আজ অবধি উপযুক্ত উদ্যম ও দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। তৎসত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন বিধানসভার ভাষণে দেশবাসীর সম্মুখে খাদ্য-শস্য সম্পর্কে এক আশাপ্রদ চিত্র তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে, বর্ত্তমান যোজনার শেষে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-শস্য বৃদ্ধি পাইবে ১৫ লক্ষ টন এবং ইহার ফলে খাদ্যের দিক হইতে এই রাজ্য স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই আশাবাদিতার সমর্থন করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম, কিন্তু গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন সম্পর্কে কোন উচ্চাশা পোষণ করিতে পারিতেছি না। এই রাজ্যে চাষের জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ, কাজেই উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই বীজ, সার ও সেচের সুব্যবস্থা করা। কিন্তু এ সম্পর্কে আজ অবধি কতটা সন্তোষজনক কাজ হইয়াছে? সরকারী কৃষি খামারগুলিতে ৪০ হাজার মণ উন্নততর শস্য বীজ উৎপাদন করার পরিকল্পনা হইয়াছে। কথা ছিল, এগুলি চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। এ পরিকল্পনা প্রায় ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে এবং ইহা ঘটিয়াছে ঐ সব খামারের পরিচালকদের ভ্রান্তবুদ্ধি ও অকর্ম্মণ্যতার ফলে। প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনে মনোযোগী না হইয়া তাঁহারা দৃষ্টি দিয়াছেন পাট প্রভৃতি অর্থকরী শস্য উৎপাদনের উপর। ফলে সরকারী খামারগুলি বীজ সরবরাহের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে চাষীদের সহায়তা করিতে পারে নাই।

সার ও সেচের অবস্থাও মোটেই আশানুরূপ নয়। চাষীরা যথেষ্ট পরিমাণে সারের সরবরাহ পায় না; যেটুক পায় তাহাও সময়মত সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেচের কাজ গত কয়েক বৎসরে কিছু বাড়ানো হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনো এ রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে প্রয়োজনীয় জল সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। কৃষি দপ্তরের আর একটি গলদ অমার্জ্জনীয়। চাষের উন্নতির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ গত বৎসর ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু দপ্তর কর্ত্তাদের শৈথিল্য ও অকর্ম্মণ্যতার জন্য তাহার একটা বড় অংশ ব্যয়িত হইতে পারে নাই। এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি সাময়িক নয়, দীর্ঘ দিনের। এগুলি সংশোধন করিতে হইলে যে পরিমাণ আন্তরিকতা ও প্রশাসনিক উদ্যোগ আয়োজন চাই, তাহার কোন লক্ষণ আজ অবধি আমরা দেখিতেছি না। কর্ত্তৃপক্ষের লম্বা চওড়া বুলি সত্ত্বেও একর প্রতি দুই মণের বেশী ফলন বাড়ানো সম্ভব হয় নাই। ইহা অপেক্ষা এ রাজ্যের কৃষির দুর্দ্দশার বড় পরিচয় আর কি হইতে পারে?

---

## নেতাজীর উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান

### ময়দানে বিরাট জনসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা

### *নেতাজীর আশু আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে সকলের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা*

সোমবার অপরাহ্ণে ময়দানে মনুমেণ্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত প্রায় বিশ সহস্র নরনারীর এক বিশাল সমাবেশে বালক ব্রহ্মচারী নেতাজীর জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, শৌলমারীর সাধুই যে নেতাজী, একথা তিনি এখন কাহাকেও বলেন নাই এবং বলিবেনও না। নেতাজী নাই একথাও তিনি বলেন না। তাঁহার ধারণা নেতাজী আছেন—এইটুকুই শুধু এখন তিনি বলিতে পারেন। তাঁহার (নেতাজীর) ডাক আসিলে আমরা যেন সকলে সাড়া দিতে পারি—সেইভাবে আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

সুভাষবাদী জনতা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের এই অধিবেশনে শ্রীউত্তমচাঁদ সভাপতিত্ব করেন। সাম্প্রতিককালে এরূপ বিশাল জনসমাবেশ খুব কমই দেখা গিয়াছে। সভাস্থলে নেতাজীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সুশোভিত রাখা হয়। প্রারম্ভে আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকটি প্রিয় সঙ্গীত এবং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গীত হয়। একটি সুউচ্চ মঞ্চ হইতে বালক ব্রহ্মচারী যখন ভাষণ দেন, তখন মুহুর্মুহুঃ করতালি দিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। প্রথমে ঘোষণা করা হয়, তিনি কিছুই বলিবেন না শুধু জনতাকে দর্শন দিবেন। কিন্তু জনতাকে দর্শন দিতে আসিয়া তিনি আর থাকিতে পারেন নাই; প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া যে ভাষণ দেন, তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাঁহার ভাষণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল নেতাজীকে তিনি এখনও রহস্যাবৃত রাখিতে চান। শৌলমারী আশ্রমের সাধুই যে নেতাজী একথা তিনি স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা না করিলেও বার বার নানাভাবে তিনি এই কথাই শুনাইয়াছেন যে, নেতাজী নাই একথা তিনি কোন দিন বিশ্বাস করেন নাই আজও করেন না। তিনি বলেন, তিনি অর্থ, যশঃ ও নামের কাঙাল নন, বহু বৎসর ধরিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি মানবের সেবা করিতেছেন। তিনি রাজনীতি করেন না বা রাজনীতি বুঝেনও না। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বৈষম্য নাই। তিনি এভাবে সভায় বক্তৃতাও করেন না; কিন্তু আজ তাঁহার মনে হইয়াছে জনসাধারণকে কিছু বলা দরকার। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তিনি মাটি তৈয়ারী করিতেছেন সেই মাটিতে নেতাজী একদিন আবির্ভূত হইবেন এ বিশ্বাস তাঁহার হইয়াছে।

আজ তিনি জনসাধারণকে বলিবেন শুধু শৌলমারীর দিকে তাকাইয়া থাকিলেই চলিবে না; আরও কর্ত্তব্য আছে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কয়েক লক্ষ শিষ্য উত্তরবঙ্গে তৈয়ারী হইয়াছে আরও লক্ষ লক্ষ শিষ্য ঐ সাধুর জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

[ অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দেখুন।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার

## কেরাণী-গৃহিণী

—•—

এক সাধ্বী কাঙাল গৃহিণী স্বামীকে চাকরী স্থল জঙ্গিপুরে আসার জন্য ৺পূজার পর বিদায় দিয়ে, "জঙ্গিপুর সংবাদে" নিম্নলিখিত কবিতাটী প্রকাশ জন্য তাকে পাঠিয়েছিলেন। আমরা ১৩২৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণের 'জঙ্গিপুর সংবাদে' তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানের মা-লক্ষ্মীদের দৃষ্টিপাত জন্য কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হইল।

### কেরাণী বিদায়

—•—

আলুভাতে ভাত রেঁধেছি
খেয়ে যাবে অল্প ক'রে;
বাসি মুখে গেলে প'রে
বেয়ারাম হবে পিত্তি প'ড়ে।

রাস্তা খরচ নাই যে হাতে,
বলেছিলে আমায় কাল—
টাকার জন্যে দেরী হ'ল
নইলে রাঁধা হতো ডা'ল।

পাঁচটী টাকা এলাম নিয়ে
রায় মশায়ের বাড়ী থেকে।
আনা সুদে কর্জ্জ ক'রে
খোকার পদক বাঁধা রেখে।

যাচ্ছ মেলেরিয়ার দেশে
সাবধান হ'য়ে যেন থেকো
খোকার দিব্বি থাকে তোমায়,
একটি কথা মনে রেখো—

কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটাব
না খেয়ে নয় যাব মারা।
একটী পয়সা নিওনা কো
নিজের ন্যায্য মাইনে ছাড়া।

মনে রেখো ঘুষের টাকায়
হয় না কারো কোন ফল,
কেবল লোকের অভিশাপে
খোকার হবে অমঙ্গল।

বাপের বাড়ী যাবনা আর
যদিও সুখ বাপের ঘ'রে,
কাঙ্গাল মোরা তাইতে আমার
বৌদিদিরা ঘেন্না করে।

যে চাল আজও ঘরে আছে
মা বেটার খুব এ মাস যাবে।
ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিও
যেদিন তুমি মাইনে পাবে।

আর বেশী ক'রোনা দেরী
হ'য়ে এল ট্রেণের বেলা,
"দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা!"
জয় মা সর্ব্বমঙ্গলা।

সুমতি দিওহে হরি!
ধর্ম্ম রেখো দয়াময়!
ঘুষের অন্ন খাবার আগে
যেন আমার মৃত্যু হয়।

কাঙ্গাল সাধুর পত্নী ক'রে
রাখিস মোরে মা ভবানী।
ঘুষখোর তস্করের ঘরে
চাইনা হ'তে রাজার রাণী।

ঘুষখোরদের টেরীর 'পরে
হয় না কেন বজ্রপাত!
(তাদের) কাঙ্গাল-কাঁদা ঐশ্বর্য্যেতে
করি আমি পদাঘাত।

—•—

## পরলোকে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

—•—

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তিনি গত সোমবার রাত্রি এগারটার সময় দুরারোগ্য সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন।

## বিপজ্জনক সাঁকো

—•—

রঘুনাথগঞ্জ মিত্রপুর সড়কে বাড়ালা গ্রামের পশ্চিমদিকে অবস্থিত "বাড়ালার সাঁকো" নামে পরিচিত সাঁকোর দুই পাশে স্থানে স্থানে ঘেরা না থাকায় গোগাড়ী চলাচল করা কঠিন হইয়াছে। এই রাস্তা দিয়া প্রায়ই মোটর গাড়ী চলাচল করে। মোটর গাড়ীর হর্ণের শব্দে গাড়ীর বলদ চমকাইয়া গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী খাদে পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ সাঁকো হইতে একটী গাভী পড়িয়া গিয়া জখম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে সাঁকোর দুই পাশে ঘেরা দিবার ব্যবস্থা করুন। নচেৎ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

## কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা

—•—

স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেণ্ডারীর কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা আগামী ২৯শে আগষ্ট হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

## দুই লক্ষ ছাত্রের মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা

—•—

ভারত সরকার অন্ধ্র প্রদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যাহ্ন আহার প্রদানের এক প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রস্তাব অনুযায়ী রাজ্য সরকার ১৯৬২-৬৩ সন হইতে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ২ লক্ষ ছাত্রকে মধ্যাহ্নে বিনা মূল্যে আহার দিবেন। প্রতি বৎসর ঐরূপ ছাত্রদের সংখ্যা ২ লক্ষ হারে বাড়িয়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে ৮ লক্ষ হইবে। এজন্য মোট ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। মার্কিণ সাহায্য পরিষদ ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার খাদ্যশস্য প্রদান করিয়াছেন।

## জঙ্গীপুর কলেজ ( মুর্শিদাবাদ )

প্রি-ইউনিভারসিটি, ত্রৈবার্ষিক বি, এ, বি, এস্ সি ও দ্বিতীয় বর্ষ ( আই, এ, ও আই, এস্, সি, কৃত-কার্য্য ছাত্রদের জন্য ) বি, এ, বি, এস্, সিতে সমস্ত প্রধান প্রধান কলা/বিজ্ঞান বিষয় সমূহে ভর্ত্তি চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বিশেষতঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাফল্য সর্ব্বজন স্বীকৃত।

প্রচুর টিউটোরিয়াল এবং প্র্যাকটিক্যাল মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষক সংযোগে সুযোগ। বিরাট লাইব্রেরী ও পাঠাগার। Lending section এর উদার আয়োজন। বৈদ্যুতিক আলোযুক্ত ছাত্রাবাসে এখনও স্থান আছে। মনোরম পরিবেশের মধ্যে ভাগীরথীর তীরে কলেজ অবস্থিত। কলেজের নিজস্ব মাঠে খেলাধুলা ও এন, সি, সির শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সুন্দর আবহাওয়া ও স্বাস্থ্যকর স্থান। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উদার সাহায্য ও বৃত্তি।

---

### সাধারণের জ্ঞাতব্য

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে আমাদের পিতা অধুনা মৃত রাধাবল্লভ নাথ মহাশয় আমি সরমা সেন ও আমি সরোজকুমার নাথকে ও আরও এক পুত্র ও দুই কন্যা ওয়ারীশ রাখিয়া গত অগ্রহায়ণ মাসে মারা গিয়াছেন। আমাদের পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই আমার অতি বৃদ্ধ ও রুগ্ন পিতার নিজস্ব ও সেবাইতী সম্পত্তি গ্রাস করিবার চেষ্টা আমাদের জনৈক ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধ-কুমার নাথ মহাশয় করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমাদের উক্ত ভ্রাতা আমাদের পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির অবৈধ হস্তান্তরের চেষ্টায় আছেন। এমত অবস্থায় যদি কেহ আমাদের পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি আমাদের উক্ত ভ্রাতার নিকট হইতে খরিদ করেন বা বন্দোবস্ত লয়েন তিনি নিজ দায়িত্বে লইবেন। সর্ব্বসাধারণের অবগতি জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দিলাম। ইতি—

সরমা সেন, শ্রীসরোজকুমার নাথ

---

# বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

## জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ ( লে ) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন ( ২ ) ও ( ৫ ) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ ( লে ) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

( ১ )

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

( ২ )

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

( ৩ )

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

( ৪ )

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

( ৫ )

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

( ২য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমের জের )

পরিশেষে তিনি জানান যে, শৌলমারী আশ্রমের সাম্প্রতিক একটি ঘটনা সম্পর্কে ঐ আশ্রমের কয়েক-জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়। সম্প্রতি তিনি তাহা আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। এবং তজ্জন্য তাহার প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মেজর সত্য গুপ্ত পুনরায় ঘোষণা করেন যে, নেতাজী শীঘ্র আসিতেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কবে তিনি আসিবেন সেইদিন তিনিই ( নেতাজী ) ঠিক করিয়া দিবেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীউত্তমচাঁদ ( কাবুলে নেতাজীর আশ্রয়-দাতা ) বলেন যে, নেতাজীকে লইয়া তাহার জন্ম-ভূমিতে যে মত-বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা উচিত হয় নাই। এ কয়দিনে নেতাজী সম্পর্কে তিনি যাহা শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন তাহাতে তিনিও যেন নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা বিশ্বাস করেন না শৌলমারীর সাধু নেতাজী নন, তাঁহাদের তিনি এখন কিছুই বলিবেন না। দেশ আজ নেতাজীর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে এবং তিনি আশা করেন নেতাজী তাহাদের মধ্যে শীঘ্রই আবার আবির্ভূত হইবেন।

## ঊনবিংশ বার্ষিক
## গঙ্গা-সন্তরণ প্রতিযোগিতা

আগামী ২৬শে আগষ্ট রবিবার মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েসন পরিচালিত ঊনবিংশ বার্ষিক গঙ্গা-সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে জঙ্গিপুর সদরঘাট হইতে গোরাবাজার ফেরীঘাট পর্য্যন্ত ৪৫ মাইল, জিয়াগঞ্জ সদরঘাট হইতে গোরাবাজার ফেরীঘাট পর্য্যন্ত ১৩ মাইল এবং বালিকাদের জন্য বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল ঘাট হইতে গোরাবাজার ফেরীঘাট পর্য্যন্ত সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইবে। এই প্রতি-যোগিতাকে এশিয়ার বৃহত্তম সন্তরণ প্রতিযোগিতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। প্রবেশের শেষ তারিখ ১২ই আগষ্ট, '৬২। প্রবেশ ফিঃ ৪৫ মাইল ১৫৲, ১৩ মাইল ৫৲ ও সিকি মাইল ১৲ টাকা।

## শিক্ষার অগ্রগতি

নিচের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সুস্পষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে।

### প্রাথমিক শিক্ষা

| | বিদ্যালয় সংখ্যা | ছাত্র সংখ্যা | শিক্ষক সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১৯৪৭-৪৮ | ১৩,৯৫০ | ১০,৪৪,১১১ | ৩৫,৪৩০ |
| ১৯৬০-৬১ | ২৮,০১৬ | ২৮,৮৬,১৪২ | ৮৩,৭৮৯ |

### মাধ্যমিক শিক্ষা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯৪৭-৪৮ | ১,৯০৩ | ৫,২২,৫০০ | ১৭,৬৩১ |
| ১৯৬০-৬১ | ৪,৩৫৬ | ১০,০৩,৮৮৩ | ৪০,২৪৬ |

### উচ্চতর শিক্ষা

| | কলেজের সংখ্যা | ছাত্র সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১৯৪৭-৪৮ | ৫৫ | ৩৬,২৩২ |
| ১৯৬০-৬১ | ১২২ | ১,১৩,০০০ |

*শিক্ষার এই অগ্রগতির মধ্যদিয়েই গ'ড়ে উঠেছে*
*সমৃদ্ধতর বাংলা*

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

## নিলামের ইস্তাহার

**চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত**

নিলামের দিন ৬ই আগষ্ট ১৯৬২

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

৯৫ মনি ডিঃ কুশিয়াতুন বিবি দেঃ খুরসেদ সেখ দাবি ৫০০ টাকা ৩০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নাইতবৈদড়া ৩ শতক মায় তদুপরিস্থিত টীনের ঘর আঃ ২০০৲ খং ১৭০ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট থানা ঐ মৌজে মণ্ডলপুর ১০৮ শতক মধ্যে নিজাংশ ৩১½ শতক আঃ ৩০০৲ খং ৪০৩ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৫২ শতক মধ্যে ১৫ শতক আঃ ২০০৲ খং ৮৩১ ঐ স্বত্ব ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৫ শতক মধ্যে ২৬ শতক আঃ ৩০০৲ খং ৮২৯ ঐ স্বত্ব

## নিলামের দিন ১৩ই আগষ্ট ১৯৬২

১৭ স্বত্ব ডিঃ কাজি আবদুল কাদের দিং দেং কাজি ফাইজুদ্দিন দিং দাবি ৪০৬ টাকা ১ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বালিঘাটা ৯৯ শতকের কাত ১৲ তন্মধ্যে ২/৫ অংশ আঃ ৩০০৲ খং ৫৩৮

২ স্বত্ব ডিঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেং সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দাবি ১০৯১ টাকা ৬৩ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ২ শতক আঃ ১৫০০৲ খং ৩৩৯ মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা দ্বিতল দালান ঘর কপাট চৌকাট জানালা সহ আঃ ১০০০৲

## শিক্ষিকা আবশ্যক

প্রধান শিক্ষিকার পদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগ্যতার বিবরণসহ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৬২ মধ্যে আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ভাগীরথী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়।
C/o- জঙ্গিপুর মহিলা-সঙ্ঘ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )

## সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**জীবনীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

**সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়**

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

## আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলিঃ 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোনঃ ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

## ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

## মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট ঃ—**ডাঃ ভি, ভি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

## আর. পি. ওয়াচ কোং

জঙ্গিপুর পৌরসভার দক্ষিণে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

বিঃ দ্রঃ—আমরা যে কোন কোম্পানীর নূতন ঘড়ি দুই সপ্তাহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।